প্রবাসী
ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com

বিষ্টি পড়ে মিষ্টি মধুর

আবুল বাশার বুলবুল (জেদ্দা)

ডিসেম্বরের শুরু। বন্দর নগরী জেদ্দায় শীতের পরশ লেগেছে। বৈরি গরমে এদ্দিন হাঁটা চলায় আরাম ছিল না। এখন সন্ধ্যার পর বাইরে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগে। ছুটির দিন। বিকেলের রেশমি রোদে ক'জন বন্ধু মিলে ঘুরতে যাই লোহিত সাগর তীরে। সাগরের কোল ঘেঁষে জেদ্দা মহানগরী। লোহিত সাগর বাঁকে – আঁচলের নিচে যেন ঘোমটা পরা 'লোহিত বধূ'। হ্যাঁ, এ নামেই জেদ্দার পরিচিতি।

মহানগরীর মহাব্যস্ততা ছেড়ে বিকেলে নগরবাসী যেন হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে সাগর তীরে। নগরীর কিনার ঘেঁষা সাগর সৈকতে বালির গালিচা নেই। আছে কেবল পাথর আর পাথর। সমতল পাড় জুড়ে পাথরের বাঁধ। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছরে পড়ে সেই পাথরে।

জলের কিনারে পাথরে বসি আমরা সাগরের দিকে মুখ করে। একেকটা উর্মি গর্জন করে করে এসে আমাদের পা চুমে যাচ্ছে। লোনা জল ছিটকে এস পড়চে নামে-মুখে, ঠোঁটের ফাঁকে। কেউ বা ক্যামেরা তাক করে অস্তায়মান সূর্যকে বন্দি করছে। আকাশ যেখানে সাগর ছুঁয়েছে, সেই সীমান্তে, মনকাড়া অসাধারণ লাল সূর্য নিরুত্তাপ হাসিমুখে জগৎ ছেড়ে অথৈ সাগরে ডুব দিতে যাচ্ছে। অমিত-তেজ এই সূর্যের নিস্তেজ নীরব অস্তাচলগমন পলকহীন চোখে দেখতে দেখতে নিজেও তলিয়ে যাচ্ছি অতলে।

পলকে চোখের তারায় বিদ্যুৎ ঝলক। মুখ তুলে দেখি মেঘের ভারে নুয়ে পড়েছে উত্তর আকাশ। কানে আসছে মেঘের গর্জন। বাতাসে হিমেল পরশ। মন চনমন করে ওঠে, ওদিকে নিশ্চয় বিষ্টি হচ্ছে!

রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছি। খোলা জানালার জালের ফাঁক গলে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া আসছে কক্ষে। শীতের আমেজ মেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুমের মাঝে সুখ-স্বপ্নের মতো একটা সুখ-ছন্দ অনুরণন তুলছে অনুভবে। কানে বেজে চলেছে একটা অতিপরিচিত সুর লহরী – একটানা রিমঝিম ঝিরঝির টুপটাপ শব্দের মিছিল। ঘুমের ঘোরে কান পেতে শুনি সেই সুখময় ধ্বনি। বিরহ-কাতর বেদুইন চেতনা ঝিম ধরে যায় সুখের বিবশায়। বিরামহীন সুর মুর্ছনায় আচ্ছন্ন আমেজে হারিয়ে যাই কোন গহনে।

হঠাৎ ছন্দপতন। গুরুগুরু কড়কড় শব্দে বিদীর্ন আকাশ। প্রকম্পিত আবাস। হকচকিয়ে লাফিয়ে উঠি। জানালায় তাকিয়ে নেচে উঠি আনন্দে। বাইরে বিষ্টি!!! আহা, কি মিষ্টি! মরু প্রবাসে দীর্ঘ ন'মাস পর এই প্রথম বিষ্টির সাথে সাক্ষাৎ।

দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াই লঘু পায়ে। দীর্ঘ টানা বারান্দা। ভিলার পাশেই একটা মিনি-পার্ক। নগরীর যেখানেই খালি যায়গা, সেখানেই গাছ। খেজুর, পাম, নিম আর ফুল-পাতাবাহারের ঝাড়।

নিম গাছের মাথা উঁকি মেরে আছে আমাদের তিনতলার বারান্দায়। লাইটপোষ্টের আলোয় রুপালি বিষ্টি ঝরে ঝরে পড়ছে নিমের মাথায় – চিরল চিরল পাতায়। পিচঢালা রাজপথ যেন সাগর। ভিজা মাটির সোঁদাগন্ধে হৃদয়-মন উচাটন। মুগ্ধ নয়নে দেখছি আলো আধারিতে বিরামহীন বিষ্টির কারুময় বর্ষণ।

একে দু'য়ে আরো অনেকে ঘুম ভেঙে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই বিমোহিত। নিশুতি রাতে বিষ্টির আগমন যেন প্রিয়ার গোপন অভিসার। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিচ্ছি বিষ্টির পরশ, প্রিয়ার সোহাগ। আওলা বাতাসে বিষ্টির ছাট্ এসে আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। নাকে মুখে বিষ্টির কণা – সুখের রেণু। আনন্দে শিহরিত হচ্ছি; আহা, কতো কাল পর তার সাথে মাখামাখি!

বিষ্টি পড়ে মিষ্টি মধুর

আবুল বাশার বুলবুল (জেদ্দা)

বিষ্টির সোহাগ মেখে মেখে ফিরে যাই ছেলে বেলায় – ছেলে খেলায়। কেউ ছড়া কাটে; আয় বিষ্টি ঝেপে, ধান দেবো মেপে . . .। কারো মুখে; বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, বিষ্টি পড়ে মিষ্টি মধুর . . .।

পাঁচ পাঁচটি সাগর ঘেরা – পঞ্চ সমুদ্রের দেশ সৌদি আরবে গরমের মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয় না। সাগর থেকে উঠে আসা জলীয় বাষ্প – মেঘের ভ্রুণ, আঁতুড়ঘরেই মরে যায়, মরুর লু-হাওয়ায় প্রচন্ড দাবদাহে মিলিয়ে যায় আকাশেই। তবে শীত মৌসুমে অনুকূল আবহাওয়ায় আকাশে মেঘ জমে। গুরুগুরু দেয়ার ডাকও শোনা যায় কখনো। আগমন ঘটে বিষ্টির। তবে তা খুব ঘন ঘন নয়। বছরে দুই তিন বার।

নদ-নদী খাল-বিল বিহীন মরু দেশে বিষ্টি ঘটায় বন্যা। রাস্তাঘাট সয়লাব হয় পানিতে। নিচু স্থানের দোকানপাট বাসাবাড়িতে কখনো ঢুকে পড়ে পানি। কতো কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় বানের জলে। ভেসে যায় কত শত গাড়ি। প্রাণহানিও ঘটে এই বানের কারণে। তাই বলে বিষ্টি দেখে কেউ ঘরে লুকায় না। কিশোর যুবকরা বিষ্টিতে দৌড়ঝাঁপ করে উচ্ছল আনন্দে। এখানকার বাড়ির ছাদ খোলা থাকে না। মাথা সমান উঁচু দেয়াল ঘেরা থাকে প্রতিটি বাড়ির ছাদ। দেয়াল ঘেরা ছাদে যুবতি-ললনারা ভিজে ভিজে ছুটোছুটি করে লুফে লুফে নেয় বিষ্টির সুষমা।

মরু দেশে বিষ্টি মানেই আনন্দের বন্যা। বিরহ-কাতর প্রিয়াহীন মরুপ্রবাসে সে রাতে বিষ্টির ছন্দে, বিষ্টির গন্ধে, নিবিষ্ঠতার আবেশে কি-যে শিহরিত, আপ্লুত হয়েছিলাম! চোখ বুজে আজও অনুভব করি সেই সে শিহরণ। এর পর আরো কতোবার বিষ্টি দেখেছি, বিষ্টি মেখেছি, এই মরু-প্রবাসে। কিন্তু সেই প্রথমবারের অনুভূতির তুলনা খুঁজে পাইনি আর। স্থান-কালের নিরিখে একই রূপ কতোই না অপরূপ!

– ঃ সমাপ্ত ঃ

প্রবাসী ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com